শিক্ষায় উদ্ভাবন-৪

Innovation in Education-4

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

শিক্ষায় উদ্ভাবন-৪

Innovation in Education-4

উপদেষ্টা : প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক, নায়েম

সম্পাদক : প্রফেসর শাহিদা আফরোজ
কোর্স পরিচালক, ১৫২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

নায়েম ইনোভেশন কমিটি : স্বপন কুমার সাহা, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ
সদস্য

আসমা আক্তার খাতুন, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ
সদস্য

পুলক বরন চাকমা, সহকারী পরিচালক
সদস্য

সাহিদা সুলতানা, সহকারী পরিচালক
সদস্য

মোঃ সাজ্জাদ আলী, সহকারী পরিচালক
সদস্য

মোঃ শওকত আলী খান, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ
(১৫২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স)

প্রচ্ছদ ডিজাইন : মোঃ কামাল হোসেন
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (ফিশারিজ)
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

মুদ্রণ : নাজির ডিজিটাল কম্পিউটার্স
১৩ নং সিটি কর্পোরেশন মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৯১৭-৯৬১৪৭০, ০১৭০৭-১৬১৪৭০
E-mail : kamalbd23@gmail.com

প্রকাশকাল : অক্টোবর, ২০১৮

সহযোগিতায় :
এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

শিক্ষায়
উদ্ভাবন-৪

Innovation in
Education-4

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
- দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবনঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।
- দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগ-মুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।
- মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতি স্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- বিশ্বপরিমণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উন্নতমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।
- সর্বক্ষেত্রে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) উদ্ভাবন-প্রক্রিয়াকে একটি দৃশ্যমানরূপ প্রদান করতে একটি প্রকাশনা বের করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে আগত নবীন কর্মকর্তাদের ভাবনাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সমস্ত কলেজে ও শিক্ষা-দপ্তরের কর্মকর্তাদের এসব উদ্ভাবনী ধারণার বাস্তবায়ন ঘটাতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানাই।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রতিটি জাতি অগ্রসর হওয়ার ব্রত নিয়ে নিরন্তর চেষ্টাশীল। কিন্তু যে জাতির উদ্ভাবনীশক্তি ও উদ্ভাবন কৌশলগত বেশি যুগোপযোগী সেই জাতি তত বেশি সফলতায় এগিয়ে যাচ্ছে। তাই একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নের কৌশল নির্ণয়ে উদ্ভাবনমূলক ধারণার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। কেননা শিক্ষার্থীদের শিখন ফলের বীজটিই মূলত উদ্ভাবনে উন্মুখ। উদ্যোগী, উদ্যমী, উদ্ভাবনমুখী শিক্ষিত জাতি একটি রাষ্ট্রকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। এই কারণে বাংলাদেশে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০'-এ শিক্ষার মাধ্যমে অনুসন্ধিৎসু, মননশীল মানুষ গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনপ্রশাসনকে জনকল্যাণমুখী করে তোলার লক্ষ্যে উদ্ভাবন-ধারণাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিত্য নতুন ধারণা উদ্ভাবন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিক্ষা প্রয়োগমুখী হতে পারে।

নায়েম কর্তৃক গৃহীত এ কর্মসূচি সফল হোক, সার্থক হোক - এই কামনা করি।

নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি

মোঃ সোহরাব হোসাইন

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অন্ধকার থেকে আলোর পথে ছুটে চলার প্রেরণায় তারুণ্যের উদ্ভাবনী-শক্তি নিরন্তর ক্রিয়াশীল। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে কৌশলী ও হালনাগাদ পদক্ষেপ অত্যন্ত প্রয়োজন। অন্যথায় উন্নয়নের পথে সর্বোচ্চ সিঁড়িতে আরোহণ করা কঠিন হয়ে যায়। এ অবস্থায় মুক্ত পথের সঠিক দিশারী হতে পারেন আমাদের চিন্তাপ্রদীপ্ত আলোকসন্ধানী নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ। আর সৃজনধর্মী শিক্ষকগণই বাংলাদেশের অদম্য অগ্রযাত্রায় সঠিক পদনির্দেশকের মতো ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে সফলতা অর্জনে নতুন নতুন ধারণা সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। আমরা তাঁদের উদ্ভাবনীমূলক ধারণাগুলোকে অভিনন্দন জানাই।

বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের অন্যতম লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচন। এক্ষেত্রে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে সাফল্য অর্জনের পেছনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে গুণগত শিক্ষা। শিক্ষাঙ্গনে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে শিক্ষণ ও শিখনবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে শিক্ষাপরিবারের সম্মিলিত উদ্ভাবনপ্রক্রিয়া সঠিক পন্থা নির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছে বলে আমি মনে করি। শিক্ষায় উদ্ভাবনের পরীক্ষামূলক পথ নির্ণয় ও বাস্তবায়ন করতে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)। বিভিন্ন প্রশিক্ষণকোর্সে উদ্ভাবনীমূলক এই কার্যক্রম দেশব্যাপী শিক্ষাবিস্তারী সঞ্জীবন হিসেবে পরিগণিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

'শিক্ষায় উদ্ভাবন' শীর্ষক ধারণা প্রদর্শন (আইডিয়া শোকেসিং) কর্মসূচি ক্রমান্বয়ে প্রান্তিক অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে হবে। এতে শুধু শিক্ষক নয়, শিক্ষার্থী তথা মানবসমাজ পর্যন্ত একটি উদ্ভাবন-সংস্কৃতি (ইনোভেশন কালচার) সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কার্যকর রয়েছে এবং এর গতিকে বেগবান করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সার্বিক সহায়তা দিতে প্রস্তুত রয়েছে।

আমি উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সকল ইতিবাচক চিন্তাকে স্বাগত জানাই এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

সোহরাব

মোঃ সোহরাব হোসাইন

প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক

মহাপরিচালক
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের অন্যতম একটি লক্ষ্য ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে স্বকীয়তা অর্জন। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের বাংলায় পাকিস্তানের চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল নিষ্ক্রিয় ও নতজানু জাতি হিসেবে বাঙালিদের চিরন্তন দাসত্বমূলক আচরণে অভ্যস্ত করা। স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তাই স্বনির্ভর জাতি গঠনে স্বকীয় সৃষ্টিশীল শিক্ষা-পদ্ধতি চালুর বিষয়টি চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। সেজন্য দেশের স্বশিক্ষিত জাতিকে আরো প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে সঞ্চারকগোষ্ঠী হিসেবে এর দায়িত্ব শিক্ষকদের ওপর বর্তায়। একই সঙ্গে শিক্ষা-পরিবেশ গঠনের জন্য শিক্ষকদের উদ্ভাবনী ধারণা সৃষ্টিরও প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই পথটি তৈরিতে একটি সাংগঠনিক চেষ্টার একান্ত দরকার ছিল। সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) উদ্ভাবন সৃষ্টির একটি রূপরেখা তৈরি করে শিক্ষাক্ষেত্রে এক অভিসঞ্চারী ভূমিকা পালন করেছে।

দাসত্বমূলক যে শিক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘকাল এদেশের ওপর আরোপিত ছিল তাতে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কোনো মূল্য ছিল না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিরিখে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে এর সমস্যা-সমাধানে যুগোপযোগী সমাধানের জন্য 'শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবন' শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলো সঠিক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। এসব প্রস্তাবের অন্যতম লক্ষ্য উত্তম শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ গঠনের পাশাপাশি দেশের অর্থসাশ্রয়ী অথচ আন্তর্জাতিক মানের স্বকীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা।
জনসেবায় জনপ্রশাসনের সম্পৃক্তি বাড়াতে শিক্ষা ক্যাডারের অন্যতম ভূমিকা সর্বদাই ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্ভাবন-প্রক্রিয়া এ ক্যাডারের কার্যক্রমকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছে। তবে এসব উদ্ভাবন বাস্তবায়নে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। ক্রমান্বয়ে উদ্ভাবন-কার্যক্রমকে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল দপ্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। শিক্ষা-সম্বন্ধীয় যে কোনো সমস্যা-সমাধানের ক্ষেত্রে শিক্ষক-ছাত্রদের সমন্বয়ে ছোট-বড় প্রকল্প করে এর উপযুক্ত সমাধানের পথ নির্ণয় করতে হবে। এতে সকলের চিন্তনদক্ষতার ব্যবহার নিশ্চিত হবে, কর্মক্ষেত্রে সকল সদস্যের সক্রিয়তা বাড়বে এবং সমস্যা সমাধানে সৃজনশীল উপায় নিরূপণের গতি ত্বরান্বিত হবে।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এর চৌকষ কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষণে আগত কর্মকর্তাদের নানাবিধ উপায়ে উদ্ভাবনে সক্রিয় করার চেষ্টা করছেন। আমার বিশ্বাস প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে সৃজনশীল উদ্ভাবনের জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে একইভাবে উদ্দীপনামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করবেন।

শিক্ষায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে 'দিন বদলের স্বপ্ন' বাস্তবায়িত হোক–এই প্রত্যাশা করি।

প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক

For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, debate.
Margaret Heffernan
BrainyQuote

ভূমিকা

বিশ্বের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মানুষের অনুসন্ধানী মন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছে। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে নব নব আবিষ্কারে মানুষ তার জীবনকে করেছে সুন্দর থেকে সুন্দরতর। জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত মানুষের সৃষ্টিশীল মন মানুষের কল্যাণ কামনায় নিরন্তর নিয়োজিত রেখেছে। যেখানে সেবা মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেখানে সেবার মানের উন্নয়নের চেষ্টা তার থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। সেবার মানের উন্নয়নের জন্য Innovation বা নতুন উদ্ভাবনের কোনো বিকল্প নেই। মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতাই সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় ভবিষ্যতের দিকে।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে উদ্ভাবনের গুরুত্ব অপরিসীম। শিখন-শেখানো পদ্ধতির উন্নয়ন, স্বল্পব্যয়ী শিক্ষাপোকরণের ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতা বৃদ্ধিতে নানান পদক্ষেপ গ্রহণ, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের প্রবর্তন, ডিজিটাল কন্টেন্টের ব্যবহার ইত্যাদি আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার জন্য আরো নতুন নতুন উদ্ভাবন ও অভিনব কৌশল উদ্ভাবনে সকলকে উদ্যোগী হতে হবে।

প্রেক্ষাপট

সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমন অতীব জরুরি। জাতির পিতার স্বপ্ন পুরণে বর্তমান সরকার জনপ্রশাসনে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করে। ২০১২ সালে গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং ২০১৩ সালে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে 'ইনোভেশন টিম' গঠনের মাধ্যমে বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। জনগণের সেবাদান প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ ও সরলীকরণের মাধ্যমে জাতীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতীয় উন্নয়ন আরো বেগবান করা সম্ভব- এ ধারণাকে সামনে রেখে "জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন" বিষয়টি অধিক বিবেচিত। সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের প্রয়োগ করে সেবাদান প্রক্রিয়াকে সহজ ও সুলভ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন এর মাধ্যমে শিখন ও শেখানো প্রক্রিয়ার সহজীকরণ ও মানোন্নয়নের জন্য নতুনত্ব উদ্ভাবনকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন আজ সময়ের দাবি। শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সহজ ও আনন্দঘন করতে, শিক্ষায় অপচয় ও দুর্নীতি রোধ করতে এবং যুগের চাহিদা মিটাতে কাঙ্ক্ষিত গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এদেশের শিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে শিক্ষায় নতুন নতুন উদ্ভাবন যুগান্তকারী অবদান রাখতে পারে।

সেবার মান উন্নয়নে নায়েম কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ সেবাদান প্রক্রিয়াকে সহজীকরণে নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

- সিটিজেন চার্টার প্রকাশ
- ক্যাফেটেরিয়ায় সেলফ সার্ভিস চালুকরণ
- ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু
- ডিজিটাল কন্টেন্ট এর ব্যবহার
- বক্তা মূল্যায়ন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন (ডিজিটাল পদ্ধতি)
- অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকারের জন্য শুদ্ধাচার কৌশল অনুসৃত পদ্ধতি প্রবর্তন
- সমগ্র নায়েম ক্যাম্পাস সি সি ক্যামেরার আওতায় আনা
- হোস্টেলের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ
- কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য ইলেকট্রনিক হাজিরা পদ্ধতি চালুকরণ
- ই-ফাইলিং
- প্রশিক্ষণার্থীগণের প্রশিক্ষণ শেষে ভাতাদি প্রাপ্তির জন্য BEFTN
- কোর্সের সংখ্যা বৃদ্ধি

নায়েমের হোস্টেল ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অধিকতর কার্যকর সেশন ব্যবস্থাপনা, লাইব্রেরির আধুনিকায়ন, চিকিৎসা সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণ, প্রশিক্ষণার্থী বাছাই প্রক্রিয়া উন্নতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মানোন্নয়নের জন্য কাজ চলমান রয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে নায়েম বিপিএটিসির IPS-TQM প্রকল্পের পার্টনার ইন্সটিটিউট হিসেবে 'টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট ও কাইযেন' চর্চার প্রসার ঘটাতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় 'সেবা প্রদান সহজীকরণ ও উদ্ভাবন' কর্মসূচির সম্পৃক্ততা মানোন্নয়নের এই প্রচেষ্টাকে আরো বেগবান করেছে।

শিক্ষায় উদ্ভাবন: নায়েম মডেল

বিশ্বায়নের এই যুগে শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইনোভেশন ইন এডুকেশন আজ সময়ের দাবি। এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে নায়েম নানান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন বিষয়ে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যে 'উদ্ভাবনী আইডিয়া প্রতিযোগিতা ও শোকেসিং' আয়োজনের এই পদক্ষেপ। নায়েমের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে 'জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ও নৈতিকতা কমিটি'র তত্ত্বাবধানে 'নায়েম ইনোভেশন কমিটি' ও 'বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স' সার্বিক আয়োজনের সমন্বয় সাধন করছে।

ইনোভেশন আইডিয়া প্রতিযোগিতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১) বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা সৃষ্টি

২) সৃজনশীলতার চর্চা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতির গুণগত উৎকর্ষতা সাধন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের উন্নয়ন

৩) স্বল্পব্যয়ী ও স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে উদ্ভাবনসমূহকে কাজে লাগানো

৪) প্রশিক্ষণার্থীদের ব্রেইন স্টর্মিং-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহের সমন্বয়ে 'উদ্ভাবনী আইডিয়া ব্যাংক' সৃষ্টি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান-সমূহের সথে শেয়ারিং

৫) অংশীজনের সেবাপ্রাপ্তির সহজীকরণ

৬) প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবাদান পদ্ধতির উন্নয়ন

কর্মপদ্ধতি

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে ১৫২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণকে এটুআই (A2I) প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ দ্বারা সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নায়েম ইনোভেশন আইডিয়া বিষয়ক প্রতিযোগিতা সম্পর্কে ওয়ার্ম আপ সেশন পরিচালনার পর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের ৫/৬ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়।

প্রতিটি দল সেবা সহজীকরণ ও মানোন্নয়নে আইডিয়া উদ্ভাবনে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে:

ক) চিন্তন দক্ষতার ব্যবহার (Critical Thinking),

খ) দলীয় সদস্যদের মধ্যে আলোচনা (Communication)

গ) পরস্পর সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (Collaboration)

ঘ) সমস্যার সমাধান/উপায় নিরূপণ (Creativity)

প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ রিভিউ করার জন্য মনোনীত মেন্টরগণ প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে একাধিক সভায় মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ পরিমার্জিত ইনোভেশন আইডিয়াসমূহ প্রতিযোগিতার জন্য জমা দেন।

উদ্ভাবন বিষয়ক প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত আইডিয়াসমূহ শিক্ষায় উদ্ভাবন শীর্ষক শোকেসিং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরা এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলসমূহকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

নায়েম ধাপে ধাপে ইনোভেশন আইডিয়া প্রতিযোগিতাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের 'সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

ইনোভেশন আইডিয়া বিষয়ক প্রতিযোগিতার বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে ওয়ার্ম-আপ সেশন পরিচালনা

প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে দল গঠন ও ইনোভেশন আইডিয়া আহ্বান → ১৭৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ৩৬টি দল করা হয়

প্রতিটি দলের জন্য একজন অনুষদ সদস্যকে মেন্টর হিসেবে মনোনয়ন প্রদান → ৩৬টি দল মোট ৬৫টি আইডিয়া জমা প্রদান

মেন্টর কর্তৃক খসড়া আইডিয়াসমূহ পর্যালোচনা এবং ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে ইনোভেশন খসড়া আইডিয়াসমূহ চূড়ান্তকরণ ও জমাদান → প্রাথমিক বাছাইয়ের পর ১৫টি আইডিয়া নির্বাচন করে সেখান থেকে ৯টি আইডিয়া চূড়ান্ত করা হয়

ইনোভেশন কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়ন কৌশলসহ ইনোভেশন মেলায় উপস্থাপন এবং অর্জনসমূহ প্রদর্শন → ৯টি চূড়ান্ত আইডিয়া মেলায় উপস্থাপন

মেলায় উপস্থাপিত আইডিয়াসমূহ হতে সেরা তিনটি আইডিয়াকে নায়েম ইনোভেশন এওয়ার্ড প্রদান → ৩টি আইডিয়াকে এওয়ার্ড প্রদান

নির্বাচিত আইডিয়াসমূহ প্রচারের জন্য এটুআই এর www.ideabank.eservice.gov.bd তে উপস্থাপন

'উদ্ভাবনী আইডিয়া ব্যাংক' সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের সথে শেয়ারিং

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশের উন্নয়ন, সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সেবা সুবিধার সম্প্রসারণ, স্বল্পমূল্যে শিক্ষা উপকরণ তৈরি, উদ্দীপনামূলক শিখন-শেখানো পদ্ধতির উদ্ভাবন, শ্রেণিকক্ষে সুলভ প্রযুক্তির ব্যবহার, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রমে এই প্রতিযোগিতায় উদ্ভাবন মডেলসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে ।

উপসংহার

সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। দুর্নীতিমুক্ত, জনকণ্যালমুখী ও নৈতিকতাসম্পন্ন একটি বৃহৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমে শিক্ষা প্রধান হাতিয়ার। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে জ্ঞান, তথ্য, দক্ষতা ও নৈতিকতা লাভের কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন এর ব্যবহার শিক্ষা তথা দেশের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখবে।

১৫২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের

প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যে ইনোভেশন আইডিয়া প্রতিযোগিতার শোকেসিং-এর জন্য মনোনীত কন্টেন্টসমূহের বিবরণ

গ্রুপ-০১

শিরোনাম: প্লাস্টিকের বোতলে সবুজ ক্যাম্পাস (ক্লাসরুম) গড়ি সকলে

নাম	আইডি ন.	পদবি	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ন.
মোঃ ইনামুল মিয়া	০২	প্রভাষক (ইংরেজি)	শেখ লুৎফর রহমান আদর্শ সরকারি কলেজ, গোপালগঞ্জ	০১৭১৮৯৯০৪৫০
কাজী বোরহান উদ্দিন	৮২	প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	শেখ ফজিলাতুন্নেছা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ	০১৭১৯৮৫৯৭৭৮
দেব নারায়ন রায়	১৫৫	প্রভাষক	শেখ লুৎফর রহমান আদর্শ সরকারি কলেজ, গোপালগঞ্জ	০১৭১৭২৩৫৩৬
মো. সাইফুল ইসলাম	১৫৮	প্রভাষক	শেখ ফজিলাতুন্নেছা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ	০১৭১৯৯৫৪৮৩৮
বিশ্বজিৎ বিশ্বাস	১৬৬	প্রভাষক	সরকারি শেখ মুজিবুর রহমান কলেজ, গোপালগঞ্জ	০১৯১৩৭১৬৩৭৩

সমস্যা :

১. প্লাস্টিকের বোতল/ক্যান প্রভৃতি বস্তু পরিবেশকে নষ্ট করে
২. ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করে
৩. জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়
৪. মাটির ভৌত কাঠামো নষ্ট হয়

কার্যক্রম :

১. প্রথমে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি গ্রুপ ভাগ করা হবে
২. নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট গ্রুপ ক্যাম্পাসের প্লাস্টিকের বোতল/ক্যান সংগ্রহ করবে
৩. অন্যদের সচেতন করবে, নির্দিষ্ট স্থানে এই জাতীয় বস্তু ফেলতে প্লাকার্ড ব্যবহার করবে
৪. যে বোতল/ক্যান মোটামুটি ভালো তা ব্যবহারের জন্য বাছাই করা, বাকিগুলো নির্দিষ্ট স্থানে রেখে তা পৌরসভা/অন্যান্য পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিকট হস্তান্তর করবে।
৫. বোতল সংগ্রহ করা শেষ হলে তা পরিস্কার করে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করবে।
৬. বোতলকে মাঝখান থেকে কেটে তাতে মাঠি দিয়ে টবের মত তৈরি করবে।
৭. অর্কিড বা অন্য বাহারি ফুলের গাছ তাতে রোপণ করবে
৮. এগুলো ক্লাসরুম/বারান্দায় সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখবে
৯. নিয়মিত পরিচর্যা করবে

ফলাফল :

১. শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা তৈরি হবে
২. নিজেদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা হবে, কাদের ফুলের টবগুলো সুন্দর
৩. স্কুল/কলেজের দেওয়ালে, পিলারে ফুলের টবগুলো সজ্জিত থাকায় তা ক্লাসরুমকে আকর্ষণীয় করবে
৪. শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবারেও সচেতনতা তৈরি করবে
৫. এখানে সেখানে প্লাস্টিকের বোতল না থাকায়, ড্রেনেজ ব্যবস্থা ভালো থাকবে
৬. প্রকৃতির বিভিন্ন গাছ, ফুল সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে

গ্রুপ-০৮

শিরোনাম: সরকারি/বেসরকারি কলেজে তথ্য সহায়তা কেন্দ্র

নাম	আইডি ন.	পদবি	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ন.
প্রশান্ত দাস	৪৩	প্রভাষক (ব্যবস্থাপনা)	আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ	০১৭১৭০৪০৩৩৭
জান্নাতুল জাকিয়া	৪৪	প্রভাষক (ইংরেজি)	গুরুদয়াল কলেজ, কিশোরগঞ্জ	০১৭৩৭৩১৪৫৬৬
শামীমা নাসরীন নাহিদ	৫১	প্রভাষক (ইংরেজি)	চিলাহাটি সরকারি কলেজ, নীলফামারী	০১৭২৬৮৬৫১৬৯
অলিফা সুলতানা	৯৫	প্রভাষক (গণিত)	গৌরীপুর সরকারি কলেজ, ময়মনসিংহ	০১৭১৬৪০১৬৯৯
তামিমা তানভীন খুশবু	১০৪	প্রভাষক (বাংলা)	ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও	০১৭২৬৩১৫৫৯৬
মোছাঃ সাবিরা সুলতানা খন্দকার	১১৫	প্রভাষক (ব্যবস্থাপনা)	আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ	০১৭১৭৫২৫৯৯৮
জেলিকা জামিয়া কেয়া	১১৯	প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	সরকারি মহিলা কলেজ, নীলফামারী	০১৭২৯৪৫১৪৮৯
মোঃ ইমরান হাসান	১৬২	প্রভাষক (ই. ই. ও সংস্কৃতি)	গৌরীপুর সরকারি কলেজ, ময়মনসিংহ	০১৭২৩৩০৪০০০

সমস্যা :

বর্তমান সময়ে সরকারি ও বেসরকারি কলেজ থেকে তাদের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা ও অন্যান্য স্টেইক হোল্ডারদেরকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু এ সকল তথ্য সংগ্রহ করত গিয়ে তারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন:

১. ছাত্রছাত্রীরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে
২. এখানে সেখানে ঘোরাফেরা করে উদ্দেশ্যহীনভাবে
৩. অসম্পূর্ণ সেবা
৪. সেবার ধারাবাহিকতার অভাব
৫. সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে অপেশাদারিত্বের প্রমাণ

কার্যক্রম:

সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে এ সহায়তা কেন্দ্র ২টি পদ্ধতিতে সেবা প্রদান করবে:

১. সরাসরি তথ্য সহায়তা ক্ষেত্রের মাধ্যমে সেবা
২. অনলাইনে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে সেবা প্রদান
৩. সরাসরি তথ্য সহায়তার কেন্দ্রের জন্য কলেজের একটি সুন্দর জায়গায় একটি অফিস স্থাপন করতে হবে যেন অপরিচিতি ব্যক্তিত্ব কলেজে প্রবেশের সাথে সাথে চোখে পরে।
৪. তথ্য সহায়তা কেন্দ্রের সেবা প্রদান করার ডেস্কটি ২টি ভাগে ভাগ হয়ে সরাসরি সেবা প্রদান করবে।
   - ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি ডেস্ক
   - অভিভাবক/বহিরাগতদের জন্য একটি ডেস্ক
৫. অনলাইনে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে সেবা প্রদান:
   - E-mail একাউন্ট থাকবে
   - Facebook থাকবে

৬. কলেজের ওয়েবসাইটে এর একটি Link Option থাকবে, এ সকল মাধ্যমে ব্যবহার করে যে কেউ তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য পাবে।

ফলাফল:

শিক্ষার্থীর/ অভিভাবক তথ্য সহায়তা কেন্দ্র থেকে

১. ভর্তি,পরীক্ষা, ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য পাবে
২. সার্টিফিকেট ও প্রশংসাপত্র উত্তোলন সংক্রান্ত তথ্য পাবে
৩. ছাত্রছাত্রীদের রেকর্ড সংক্রান্ত তথ্য
৪. দরিদ্র তহবিল থেকে সাহায্য সংক্রান্ত তথ্য পাবে
৫. বিভিন্ন বৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য পাবে
৬. তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন নোটিশ সম্পর্কে তথ্য পাবে
৭. কলেজের মিশন, ভিশনসহ অন্যান্য তথ্য জানতে পারবে

গ্রুপ-১২

নায়েম রেডিও

নাম	আইডি ন.	পদবি	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ন.
ফাহিমা আহমেদ	১৩৯	প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	সরকারি জিয়া মহিলা কলেজ, ফেনী	০১৭২৫৪০১৫৫৪
বিবেকানন্দ বিশ্বাস	১৫৯	প্রভাষক (গণিত)	বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ, বরিশাল	০১৭২১৮১৩৯১৪
এস. এম. সালাউদ্দিন	১৬৮	প্রভাষক (দর্শন)	কক্সবাজার সরকারি মহিলা কলেজ, কক্সবাজার	০১৮১২৬৯১২৪২
মোহাম্মদ রেজাউল করিম	১৭১	প্রভাষক (পদার্থবিদ্যা)	সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম	০১৮১৯৮৩৭৭২৯

সমস্যা :

১. নায়েমে বিনোদনের পর্যাপ্ত উপকরণের অভাব রয়েছে।

কার্যক্রম :

১. অনলাইন রেডিও
২. ইন্টারনেট সংযোগ থাকবে
৩. ল্যাপটপ/কম্পিউটার থেকে এই রেডিও শোনা যাবে
৪. মোবাইলে listen2myradio অ্যাপটি ডাউনলোড করে ফোন থেকে এই রেডিও শোনা যাবে
৫. লাইভ/রেকর্ডকৃত যেকোনো অনুষ্ঠান প্রচার করা যাবে

ফলাফল:

১. বিনোদনে নতুন মাত্রা যোগ করবে-ডিজিটাল নায়েমে ডিজিটাল অনলাইন রেডিও
২. বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা যাবে
৩. যেকোন জরুরি সংবাদ বা নির্দেশ তাৎক্ষণিক প্রচার করা যাবে
৪. কর্তৃপক্ষের যেকোন পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত, রুটিনের যে কোন পরিবর্তন, পরীক্ষার ঘোষণা, জরুরি রক্তের প্রয়োজন ইত্যাদি যে কোনো সংবাদ খুব দ্রুত প্রচার করা যাবে ও প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে দ্রুত ছড়িয়ে দেয়া যাবে।
৫. নায়েমের প্রতিদিনের কার্যক্রম নিয়ে প্রচার করা যাবে 'নায়েম সংবাদ'
৬. রেডিও অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে যে সকল সৃজনশীল প্রতিকার বিকাশ ঘটবে
   - সংবাদ পাঠক হিসেবে দক্ষতা অর্জন
   - অনুষ্ঠান উপস্থাপক হিসেবে দক্ষতা অর্জন
   - গান, আবৃত্তি, নাটক, আলোচনা অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সৃজনশীল প্রতিকার বিকাশ
৭. বিনা খরচে বিনোদনের সহজ মাধ্যম
৮. রেডিও অ্যাপটি গুগল প্লেস্টোর ও অ্যাপল অ্যাপস্টোর থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে।
৯. ল্যাপটপ/কম্পিউটার এ যেকোনো ব্রাউজার-ক্রোম (ফ্ল্যাশ থাকতে হবে)/ফায়ার ফক্স/অপেরা ইত্যাদি থেকে এই রেডিও নির্দিষ্ট সাইটে গিয়ে শোনা যাবে।
১০. বিশ্বের যে কোনো দেশ থেকে এই রেডিও শোনা যাবে
১১. শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে

গ্রুপ-১৪

শিরোনাম : নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চায় শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণ

নাম	আইডি ন.	পদবি	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ন.
মোছাঃ পলি আক্তার	০৬	প্রভাষক (ই.ই. ও সংস্কৃতি)	মহেশপুর সরকারি ডিগ্রী কলেজ, ঝিনাইদহ	০১৯৬১৩৫১২৯০
সুরাইয়া শারমিন	৪৯	প্রভাষক (দর্শন)	সরকারি কে সি কলেজ, ঝিনাইদহ	০১৭৭৭৬৭৫১১০
মিতা রাণী কুন্ডু	৫৬	প্রভাষক (বাংলা)	সরকারি নুরুননাহার মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ	০১৭১২৬৮০১৮২
মুছাঃ সালমা বিলকিস	১১১	প্রভাষক (বাংলা)	সরকারি কে. সি কলেজ, ঝিনাইদহ	০১৭৮৫০৯১৭৭২
মোঃ মিনহাজ উদ্দিন	১৩৮	প্রভাষক (উদ্ভিদবিদ্যা)	কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজ, কুষ্টিয়া	০১৭২২৪৭০১০৭

সমস্যা :

১. ব্যক্তিগত, সামাজিক নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভাব
২. যুব সমাজের চারিত্রিক অধঃপতন, মাদকাসক্তি, পর্নোগ্রাফিতে আসক্তি
৩. সামাজিক জীবনে ধর্ষণ, হত্যা, অর্থের দ্বন্দ্ব, পারস্পরিক সহিংসতা
৪. রাষ্ট্রীয় জীবনে ঘুষ, দুর্নীতি, রাজনৈতিক সহিংসতা, বিশ্বাসহীনতা, মানসিক অস্থিরতা প্রভৃতি বিরাজমান

কার্যক্রম :

১. শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন সমাবেশে ২টি নৈতিক বাক্য পাঠ করবে।
২. শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ক নীতিবাক্য লিখিত দেয়ালিকা ব্যবহার করা হবে
৩. শিক্ষকমণ্ডলী প্রতিদিন শ্রেণিকক্ষে ২টি নৈতিক বাক্য ব্যাখ্যা করবেন যেন শিক্ষার্থীরা এটি তাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারে।
৪. প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর শ্রেণিকক্ষে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ক প্রশ্নের মাধ্যমে কুইজ প্রতিযোগিতা গ্রহণ করা হবে এবং ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীতে ধর্মীয় নৈতিক উপদেশমূলক বই উপহার দেওয়া হবে।
৫. প্রতি বছর প্রতিষ্ঠানে অভিভাবক শিক্ষার্থী সমাবেশ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে এবং সমাবেশ অনুষ্ঠানে স্থানীয় ও রাষ্ট্রীয় জনপ্রিয় ব্যক্তির উপস্থিতি ও বক্তব্য এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অবক্ষয়ের কারণে যুব সমাজে যে নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটছে এবং এর ফলাফল সম্পর্কে বাস্তবধর্মী ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হবে।
৬. প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ নৈতিকতা ও মুল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে উক্ত বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য একসঙ্গে কাজ করা হবে।
৭. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও ধর্মের বিধান পালনে উৎসাহ প্রদান করা হবে। কারণ ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়া নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।
৮. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:২০ করা হবে।
৯. ক্লাস চলাকালে স্মার্টফোন ব্যবহার করা থেকে শিক্ষার্থীদের বিরত থাকতে হবে।

ফলাফল :

১. পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধ, জাগ্রত হবে।
২. নারী নির্যাতন, মাদকাসক্ত, ধর্ষণ, ইভটিজিং পর্নোগ্রাফি আসক্ত, অর্থ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, হত্যা, মারামারি, মানসিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক সহিংসতা কমবে।
৩. সামাজিক জীবনে শান্তি বিরাজ করবে এবং বাংলাদেশ আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্ব-দরবারে পরিচিত হবে।

গ্রুপ-২১

শিরোনাম: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সরকারি এম এম কলেজে ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় ভর্তি

নাম	আইডি ন.	পদবি	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ন.
সানজিদা খাতুন	২৪	প্রভাষক (অর্থনীতি)	যশোর সরকারি মহিলা কলেজ, যশোর	০১৯৪৫৯১০৭৮৮
মো: মামুন উর রশীদ	৪৫	প্রভাষক (ব্যবস্থাপনা)	সরকারি এম এম কলেজ, যশোর	০১৯১৪৪৫৮৫৫৮
মো: জহির রায়হান	৪৬	প্রভাষক (ব্যবস্থাপনা)	সরকারি এম এম কলেজ, যশোর	০১৯৬২৩৭০৭২৭
মোঃ গোলাম সরোয়ার	৫০	প্রভাষক (ব্যবস্থাপনা)	সরকারি এম এম কলেজ, যশোর	০১৭২২৬৫২৭৩৫
দীপ্তি মিত্র	৫৩	প্রভাষক (ইংরেজি)	যশোর সরকারি মহিলা কলেজ, যশোর	০১৯১১৮৫৫৫১২

সমস্যা :

১. কলেজগুলোতে একাদশ ও অনার্স শ্রেণির ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তি আবেদন অনলাইনে করা হলেও ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের কলেজে যেতে হয়, ফলে শিক্ষার্থীসহ অভিভাবক ও সংশিষ্ট কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীদের ভোগান্তি হচ্ছে
২. ডিজিটাল ভর্তি প্রক্রিয়া না হওয়ার কারণে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি হয় এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়
৩. একজন ভর্তিচ্ছুক ছাত্র অথবা ছাত্রী ম্যানুয়ালি ভর্তির কারণে একাধিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে
৪. যেহেতেু শিক্ষকদের ভর্তি কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে হয় ফলে তাদের নিয়মিত পাঠদান ব্যাহত হয়
৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিটিজেন চার্টার না থাকার কারণে নতুন ভর্তিচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তি হয়
৬. ভর্তি কার্যক্রম ডিজিটাল না হওয়ার কারণে কলেজ প্রশাসন সরকার নির্ধারিত অর্থের চেয়ে বেশি অর্থ আদায়ের সুযোগ থাকে
৭. ভর্তি কার্যক্রম ডিজিটাল না হওয়ার কারণে রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলো কলেজ প্রশাসনের উপর চাপ প্রদানের মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রম ব্যাহত করে

কার্যক্রম :

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট একটি ওয়েবসাইট থাকবে
২. অনভিজ্ঞ জনবলকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রমে সহায়তার জন্য উপযোগী করা
৩. সুনির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অনলাইনে ভর্তি ফি জমা নেওয়া
৪. কলেজ সিটিজেন চার্টার তৈরির মাধ্যমে ভর্তিচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় তথ্যসেবা সুনিশ্চিত করা

ফলাফল :

১. ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীরা কোনো প্রকার ভোগান্তি ছাড়া ভর্তি হতে পারবে
২. ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত ফির বাইরে কোনো ফি দিতে হবে না
৩. অর্থ লেনদেনের ঝামেলা থেকে কলেজ মুক্ত থাকবে
৪. ভর্তিকালীন সময়ে পাঠদান ব্যাহত হবে না
৫. ভর্তিজনিত কারণে কলেজ ক্যাম্পাসে বিশৃংখলা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

গ্রুপ-২৩

শিরোনাম: শিক্ষার প্রসারে ভার্চুয়্যাল দূরশিক্ষণ কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প

নাম	আইডি ন.	পদবি	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ন.
ফাহিমা সিদ্দিকা	৭৩	প্রভাষক (পদার্থবিদ্যা)	কবিরহাট সরকারি কলেজ, নোয়াখালী	০১৫৫৮৮১৩২০
আলী ইমাম	১২৩	প্রভাষক (অর্থনীতি)	চাটখিল পাঁচগাঁও মাহবুব সরকারি কলেজ, নোয়াখালী	০১৮২৯০০৫৫৬৮
উত্তম কুমার ঘোষ	১২৫	প্রভাষক (কৃষি বিজ্ঞান)	চাটখিল পাঁচগাঁও মাহবুব সরকারি কলেজ, নোয়াখালী	০১৯১৫৯৬২১৩১
মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন	১৪৬	প্রভাষক (উদ্ভিদ বিজ্ঞান)	নোয়াখালী সরকারি কলেজ, নোয়াখালী	০১৭১৮৭৬২৪৬০
কামরুন নাহার বেগম	১৫৩	প্রভাষক (হিসাব বিজ্ঞান)	নোয়াখালী সরকারি কলেজ, নোয়াখালী	০১৭৫১০১৯১৭২

সমস্যা :

১. অনান্দদায়ক শিক্ষা কার্যক্রমের কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনাগ্রহ
২. বাংলাদেশের প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে যদিওবা মেধায় ঘাটতি লক্ষ্যণীয় হয় না
৩. শ্রেণিকার্যক্রমে অংশগ্রহণে বাঁধাদানকারী বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা
৪. নাজুক যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে শিক্ষা কার্যক্রমের আওতার বাইরে রয়ে যায় অনেক শিক্ষার্থী

কার্যক্রম :

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান আইসিটি ল্যাব কে "ভার্চুয়্যাল দুরশিক্ষণ কেন্দ্রে" রূপান্তর করা
২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দকৃত ডোমেইন ব্যবহারের মাধ্যমে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা
৩. ওয়েবসাইটে E-Class Library & Query-Answer Section তৈরি করা
৪. ওয়েবসাইটের E-Book Library অংশে পাঠ্যক্রম অনুযায়ী মানসম্পন্ন বইয়ের আপলোড করা
৫. ওয়েবসাইটে বিভিন্ন বোর্ড ও স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত প্রশ্নপত্র হতে Question Bank তৈরি
৬. প্রশাসন ও শিক্ষার্থীদের জন্য Compliance Centre তৈরি
৭. প্রশাসন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য Notice Board তৈরি
৮. মোবাইল অ্যাপস তৈরি করে এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান

ফলাফল :

১. কোন শিক্ষার্থী শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণে ব্যর্থ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত না হয়েও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে
২. স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুতকৃত মডেল টেস্ট শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে সহায়তা করবে
৩. প্রশাসনের মনিটরিং ও কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে
৪. উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোন শিক্ষার্থী জাতীয়ভাবে স্বনামধন্য শিক্ষকের ক্লাস হতে উপকৃত হবে ও উদ্বুদ্ধ হবে
৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমে ডিজিটালাইজেশন বা E-Documentation হবে
৬. শিক্ষা সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনেকাংশে সমতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে সমতার ধারণার প্রসার

গ্রুপ-২৮

শিরোনাম: Let's speak in English: Whatever you want to say

নাম	আইডি ন.	পদবি	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ন.
নাহিদ কামাল সরকার	৩৪	প্রভাষক (বাংলা)	ঈশ্বরদী সরকারি কলেজ, পাবনা	০১৭৪৭৮০২৪৮
লাকী রানী দাস	৩৫	প্রভাষক (অর্থনীতি)	বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা	০১৮১৮৩৪১৮১৯
স্বাতী সরকার	১৩৩	প্রভাষক (সমাজবিজ্ঞান)	সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা	০১৭১৭৭৪৮১০৩
অসীম কুমার পাল	১৩৪	প্রভাষক (ইংরেজি)	ঈশ্বরদী সরকারি কলেজ, পাবনা	০১৭১৭৬৭০৪৬৯
সিরাজুম মুনিরা	১৭৯	প্রভাষক (ইংরেজি)	সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা	০১৭২২৩০৩৪৭৫

সমস্যা :

১. শিক্ষার্থীদের ইংরেজি কথা বলায় ভীতি, জড়তা ও দুর্বলতা।
২. দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ করেও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বিশেষ করে মৌখিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের কাঙ্খিত সাফল্য না পাওয়া।
৩. মেধা থাকা সত্ত্বেও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে থাকা।

কার্যক্রম :

ইংরেজি ভাষায় কথা বলার দুর্বলতা কাটাতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শ্রেণিকক্ষে ইংরেজি ভাষা শিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতিতে কিছু সংযোজন করতে হবে।
১. উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে কথা বলার জন্য আলাদা ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে। সেখানে তারা দৈনন্দিন জীবনে নানারকম অভিজ্ঞতা ও ব্যবহৃত জিনিসপত্রের উপর ইংরেজিতে আলোচনা করবে।
২. প্রতি মাসে ইংরেজি ভাষায় বিতর্ক, কবিতা আবৃত্তি ও উপস্থিত বক্তৃতার আয়োজন করতে হবে।
৩. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'ডিজিটাল ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেখানে একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ইংরেজি ভাষার শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানগুলো দেখাতে হবে। এতে তাদের শ্রবণ দক্ষতাও বৃদ্ধি পাবে। আর কথা বলা দক্ষতার জন্য শ্রবণ দক্ষতাও জরুরি।
৪. একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে মাঝেমাঝে আশেপাশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাবে। সেখানে তারা সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সাথে ইংরেজিতে যোগাযোগ করবে। সেইসাথে জেলা পর্যায়ের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি ও সহযোগিতায় 'English Language Speaking Olympiad' নামে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।

ফলাফল :

১. শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার মতো ইংরেজিতেও সাবলীলভাবে কথা বলতে পারবে।
২. শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।
৩. প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তারা তাদের মেধার স্বাক্ষর রাখতে পারবে।
৪. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সঠিকভাবে নিজেকে ও দেশকে তুলে ধরতে পারবে, ফলে দেশের সম্মান ও মর্যাদা এক উচ্চস্তরে পৌঁছাবে।

গ্রুপ-৩২

শিরোনাম : আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে ঝরে পড়া রোধ, নিয়মিত উপস্থিতি ও শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন

নাম	আইডি নং	পদবী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নং
তাসনুভা গাজী	৪০	প্রভাষক (অর্থনীতি)	সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়নগঞ্জ	০১৯২৯১৪০৬৭১
নাজনীন আক্তার	৬৪	প্রভাষক (ই. ই. ও সংস্কৃতি)	নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, নারায়নগঞ্জ	০১৬৮৩০২০৬৩৬
শারমিন নাহার	৯৬	প্রভাষক (বাংলা)	সরকারি সফর আলি কলেজ, নারায়ণগঞ্জ	০১৫৩৫২০২০৫৭
ফারজানা ইসলাম রূপা	১৪২	প্রভাষক (রসায়ন)	সরকারি এম এম আলী কলেজ, টাঙ্গাইল	০১৭১৮৭৭৪১৮৫
তানিয়া আক্তার	১৬৭	প্রভাষক (হিসাব বিজ্ঞান)	সরকারি এম এম আলী কলেজ, টাঙ্গাইল	০১৭১৭৮৮১০৪৪

সমস্যা :

আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে অনেক শিক্ষার্থী মাঝপথে ঝরে পড়ছে বা নিয়মিত কলেজে উপস্থিত না হয়ে শুধু পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাশ করে যাচ্ছে। এতে শিক্ষার গুণগত মান অর্জন না হওয়ায় শুধু পাশ করা ফলাফল দিয়ে তারা কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে না। এর ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

কার্যক্রম :

১. আর্থিক অস্বচ্ছলতার ও নিয়মিত উপস্থিতির মাপকাঠিতে নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করা

২. বিভিন্ন বিভাগের ক্লাসসমূহ বিভিন্ন সময়ে নির্ধারণ করে যাদের যখন ক্লাস থাকবে না তখন তাদেরকে কর্মে নিয়োজিত করা

৩. কলেজে একটি স্টেশনারি দ্রব্যের দোকান করে নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীদের দিয়ে পরিচালনা করা ও সকল শিক্ষার্থীদের সেখান থেকে কেনার জন্য উদ্বুদ্ধ করা

৪. প্রথমে দুজনকে সেলাই শিখিয়ে তাদের দ্বারা অন্যদের শিখিয়ে কতগুলো সেলাই মেশিন ক্রয় করে সেলাই করার পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। একাদশ শ্রেণির পোশাক এরা তৈরি করবে ও অন্যান্য পোশাক এখান থেকে তৈরি করার জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করবে

৫. পর্যাপ্ত জায়গা থাকলে ফুল ও সবজি চাষ ও তা বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা এবং সংগৃহীত অর্থের একটি অংশ তাদের মধ্যে বন্টন করা।

ফলাফল :

(ক) শিক্ষার্থীরা অর্থ উপার্জনের জন্য উৎসাহী হবে
(খ) কলেজের শিক্ষকগণ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারবেন
(গ) আত্মকর্মসংস্থানের ভিত্তি তৈরি হবে
(ঘ) প্রযোজ্য শর্তের কারণে উপস্থিতি বাড়বে
(ঙ) অর্থের উপার্জন ঝরেপড়া রোধ করবে
(চ) সর্বোপরি শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে

গ্রুপ-৩৫

শিরোনাম: এসিআর প্রদান ও সংরক্ষণে ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ

নাম	আইডি নং	পদবী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নং
মোঃ ইমরান হোসেন	২৬	প্রভাষক	সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর	০১৭১০৪৮৯৯৫৬
হীরামনি	৬৬	প্রভাষক	শ্রীবর্দী সরকারি কলেজ, শেরপুর	০১৭২৯৩০১৫৪৪
রেজোয়ানা জাহান	১০০	প্রভাষক	মেলান্দহ সরকারি কলেজ, শেরপুর	০১৭১৭৬৪৪০৩৯
মোঃ জিয়াউর রহমান তালুকদার	১০৩	প্রভাষক	শেরপুর সরকারি কলেজ, শেরপুর	০১৯২৯৭১৭৪৪২
শাহ শ্রাবন্তী হীরা	১২৪	প্রভাষক	সরকারি শহীদ আসাদ কলেজ, নরসিংদী	০১৬৭২৬৫৭৩০০

সমস্যা :

১. সরকারি কর্মচারীগণ এসিআর দাখিল করার পরও এসিআর সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষিত না থাকার কারণে সেবা প্রাপ্তিতে ভোগান্তির কবলে পড়ে।
২. চাকরি স্থায়ীকরণ, প্রমোশন ও কর্মচারীদের দক্ষতার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এসিআর সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য সহজে না পাওয়ার কারণে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি হয় এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়।
৩. এসিআর হারিয়ে যাওয়ার কারণে সেবা গ্রহণে সময় ও অর্থের অপচয় ঘটে এবং কর্মকর্তাগণ মানসিক চাপ ও হয়রানির মধ্যে পড়েন।
৪. এসিআর দীর্ঘসময় দাপ্তরিকভাবে সংরক্ষণ একটি জটিল প্রক্রিয়া।
৫. বদলিজনিত কারণে অনুবেদনকারীকে সময়মতো পেতে অনুবেদনাধীন কর্মচারীকে বেগ পেতে হয়।

কার্যক্রম :

১. নির্দিষ্ট একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আইডিয়াটি বাস্তবায়ন করা যাবে।
২. অনলাইন ফরমের মাধ্যমে তথ্য প্রদান ও নগদায়ন করা যাবে।
৩. অনুবেদনাধীন কর্মচারী, অনুবেদনকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ আলাদা পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারবেন।
৪. প্রযোজ্য অংশে নির্ধারিত কর্মচারীর প্রবেশাধিকার থাকবে।
৫. দাখিলকৃত তথ্য গৃহীত হলো কী না তা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানতে পারবেন।
৬. অনুবেদনকারী কর্মচারী এডমিন পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে লগ-ইন করে প্রবেশ করতে পারবেন।
৭. এসিআর মূল্যায়নের চূড়ান্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে তা সংরক্ষণ ও গোপনীয়তা রক্ষার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ।
৮. বছরের নির্দিষ্ট একটি সময়ে নির্দিষ্ট কর্মকর্তার অধীনে এসিআর দাখিল ও মূল্যায়ন করা যাবে।

ফলাফল :

১. আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে এসিআর হারিয়ে যাওয়ার ভোগান্তি কমবে।
২. এসিআর দাখিল, তথ্য নগদায়ন সহজতর ও সংরক্ষণে সুবিধা হবে।
৩. প্রয়োজনের সময় কর্মচারীর তথ্য খুব দ্রুততার সাথে বের করা যাবে।
৪. অধিদপ্তরের কর্মচারীদের ওপর চাপ কমবে।
৫. কর্মচারীদের অর্থ, সময়, শ্রম সাশ্রয় হবে।
৬. কর্মচারীদের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সহজতর হবে, জটিলতার নিরসন হবে, প্রমোশনের জটিলতা কমবে।

NAEM

National Academy for Educational Management (NAEM)

Secondary and Higher Education Division

Ministry of Education

Website : www.naem.gov.bd E-mail : info@naem.gov.bd